তাওবা ও ইসতিগফার

হাদিসের আলোকে

তাওবা ও ইসতিগফার

মূল
মুফতি আবুল কাসেম নোমানী
মুহতামিম : দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদ
আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
শিক্ষক : বেজগাঁতী মিফতাহুল উলুম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ

নাশাত

তাওবা ও ইসতিগফার
মূল : মুফতি আবুল কাসেম নোমানী
অনুবাদ : আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

অর্পণ

মাওলানা আহসানুল্লাহ সিরাজী রহ.

সূচিপত্র

তাওবা ও ইসতিগফার

তাওবার জন্য তিনটি জিনিস জরুরি :
নবীজি প্রতিদিন সত্তরের অধিকবার ইসতিগফার করতেন :
সান্নিধ্যের প্রভাব রয়েছে :
মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আমল :
হাদিসে কুদসি কী? :
জুলুম কী? :
উপকরণ গ্রহণ করা জরুরি :
সগিরা গুনাহও মারাত্মক অপরাধ :
অপরাধ স্বীকার করা আল্লাহর খুব পছন্দের কাজ :
তাওবা করলে আল্লাহ সীমাহীন খুশি হন :
গুনাহ বারবার হলে তাওবাও বারবার করুন :
'আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না' এমন কথা বলা অন্যায় :
অধিক ইসতিগফারের দ্বারা টেনশন ও দরিদ্রতা দূর হয় :
তাওবা-ইসতিগফার দ্বারা রিজিকের সঙ্কট দূর হয় :
ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করুন :
গুনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে :
তাওবার শব্দ :
সাইয়েদুল ইসতিগফার :
নিয়মিত তিন তাসবিহ পাঠ করা :

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بَعْدُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. وَعَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ[1]- وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ [2]- أو كما قال رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ.

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আজকের দরসে হাদিসের শিরোনাম হল ইসতিগফার ও তাওবা। দুটো বিষয় আলাদা। একটি হল ইসতিগফার। অন্যটি তাওবা।

ইসতিগফার অর্থ আল্লাহর নিকট মাগফিরাত তলব করা। আর মাগফিরাত মানে পর্দাবৃত করা। তাহলে ইসতিগফারের মর্মার্থ দাড়াচ্ছে, আল্লাহর নিকট এ বিষয়ের দোয়া ও দরখাস্ত করা যে, হে আল্লাহ, আমি যে গুনাহ করেছি, আপনি তা আড়াল করে দিন; হাশরের ময়দানে যেন মানুষ তা দেখতে না পায়। আর তার আজাব ও শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমাকে রক্ষা করুন।

আর তাওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা।

তাওবার মর্ম হল, পাপী ব্যক্তির পাপাচারের জীবন থেকে ফিরে আসা। আল্লাহর এতাআত ও আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

তাওবার জন্য তিনটি জিনিস জরুরি

তাওবার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক।

প্রথমত, কৃত পাপের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া। অনুতপ্ত হওয়া। অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত করা যে, হে আল্লাহ, আমি আপনার নাফরমানি করে ফেলেছি। আপনার হুকুম উপেক্ষা লঙ্ঘন করেছি। পাপাচারে লিপ্ত হয়েছি।

[১] মেশকাত শরিফ : ২৩ ২৩

[২] মেশকাত শরিফ : ২৩২৫

গোলাম তার মনিবের নাফরমানি করলে লজ্জিত হয়। সন্তান তার মা-বাবার অবাধ্যতা করলে লজ্জিত হয়। ছাত্র তার উসতাদের নির্দেশ অমান্য করলে লজ্জিত হয়। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক এসব সম্পর্কের চেয়ে বহুগুণ গভীর। এজন্য বান্দার উচিত কোনো অপরাধ করে ফেললে তার জন্য লজ্জিত হওয়া। তাওবার জন্য প্রথম জরুরি কাজ হল কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত, যে গুনাহে জড়িয়ে গেছেন তা পরিত্যাগ করা, ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুনাহ ছেড়ে দেওয়া, তা থেকে ফিরে আসা।

তৃতীয়ত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, ভবিষ্যতে আমি কখনোই এই গুনাহ করব না। সাথে সাথে কৃত পাপের সংশোধন ও ক্ষতিপূরণেরও চেষ্টা করা।

ক্ষতিপূরণ কীভাবে করবেন? ক্ষতিপূরণের ধরন কী হবে?

ত্রুটিটি যদি হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সংক্রান্ত হয়, তা হলে এক্ষেত্রে শরিয়ত যেই বদল বা বিকল্প নির্ধারণ করেছে, সেটা গ্রহণ করা।

যেমন, গাফলতির কারণে নামাজ ছুটে গেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। এবার সে তাওবা করছে। এখন নামাজ ছুটে যাওয়ার কারণে এবং ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, লজ্জিত হতে হবে। সাথে সাথে নামাজ পড়াও শুরু করতে হবে। আগামী দিনে নিয়মিত নামাজ পড়তে হবে। পেছনে যে নামাজগুলো ছেড়ে দিয়েছে বা ছুটে গেছে, তার কাজাও করতে হবে।

এমনিভাবে যেই আমল তরক করেছে, যেই ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে, শরিয়তে যদি তার কাজা থেকে থাকে তবে কাজা করতে হবে।

যেমন, নামাজ। নামাজের জন্য শুধু তাওবা যথেষ্ট নয়, ছুটে যাওয়া নামাজ কাজা করা আবশ্যক হবে। ছুটে যাওয়া রোজার জন্যও শুধু তাওবা যথেষ্ট না। তাওবা করলে মাফ পাওয়া যাবে না। রোজারও কাজা করতে হবে। এমনিভাবে যেই জাকাত বাকি আছে, তার বেলায়ও একই হুকুম। অর্থাৎ গাফলতির কারণে নেসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও জাকাত আদায় করেনি। এখন বুঝ হয়েছে, সতর্ক হয়েছে। এবার তার জন্য করণীয় হল, ভবিষ্যতে জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া। আর অতীতে যেসব জাকাত আদায় করেনি, তা আদায় করার চেষ্টা করা। এভাবেই কৃত ভুল ও অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ সম্ভব।

আর হুকুকুল্লাহ সংক্রান্ত যেসব বিষয়ের কাজা নেই, সেগুলোর জন্য তাওবা ও ইসতিগফার যথেষ্ট।

আর ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি হুকুকুল ইবাদ সংক্রান্ত হয়, বান্দার হক সম্পর্কিত হয়,

তা হলে তার হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যদি সম্পদের হক নষ্ট করে থাকে, তা হলে সম্পদ ফেরত দিতে হবে কিংবা তার থেকে মাফ নিতে হবে। যদি মাফ করে দেয় তবে ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর যদি জুলুম করে থাকে, অন্যায়-অবিচার করে থাকে, তাহলে তার থেকে মাফ নেবে। মাফ না করা পর্যন্ত তার থেকে মাফ চাইতে থাকবে। সে যদি মাফ করে দেয়, তা হলে ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

হাদিস শরিফে আছে, আল্লাহ তায়ালা নিজের হকের ক্ষেত্রে ক্ষমা করেন। কিন্তু বান্দার হকের বিষয়টি বান্দার উপর ন্যস্ত করেন। বান্দা যদি মাফ করে দেয়, তা হলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর মাফ না করলে, দুনিয়াতে সে যে পরিমাণ অন্যায় করেছে, জুলুম করেছে, কেয়ামতের দিন তার আমল দ্বারা পরিশোধ করা হবে।

এজন্য তাওবার ক্ষেত্রে এ বিষয়টায় লক্ষ রাখা জরুরি। হুকুকুল ইবাদ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে, হকদারকে তার প্রাপ্য পৌঁছে দিতে হবে। আর সে যে কষ্ট পেয়েছে, তার জন্য মাফ চেয়ে নিতে হবে। যেমন, কেউ কারো জিনিস চুরি করেছে। সে যদি শবেকদরেও বসে বসে তাওবা করে- আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন, মাফ করে দিন, জপতে থাকে- তাওবা কবুল হবে না। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল চুরি-করা বস্তু আগে মালিককে ফেরত দেওয়া।

তদ্রুপ, কারো কোনো জিনিস ছিনতাই করেছে, জায়গা জবরদখল করেছে, টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করেছে, এসব ক্ষেত্রেও শুধু তাওবা যথেষ্ট নয়। শুধু তাওবার দ্বারা সে মাফ পাবে না। আগে ওই জিনিস হকদারকে ফেরত দিতে হবে। তবেই তাওবা কবুল হবে। 'আল্লাহ, ভুল করেছি, অন্যায় করেছি, মাফ চাচ্ছি'- এর নাম তাওবা নয়। তাওবা হল, পাপ কাজ পরিত্যাগ করা, কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, আর কৃত পাপের ক্ষতিপূরণের যত পদ্ধতি রয়েছে সেইসব পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণও করা। তবেই তাওবা হবে প্রকৃত তাওবা।

এ বিষয়ে অনেক হাদিস আছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদিসের তরজমা আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইনশাআল্লাহ তাওবা সংক্রান্ত কিছু হাদিসও শোনাব, ইসতিগফার সংক্রান্ত কিছু হাদিসও শোনাব।

ইসতিগফারের অর্থ, নিজের কৃত পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। আর তাওবার অর্থ, পাপাচার থেকে ফিরে আসা। ভবিষ্যতে ওই পাপ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। 'তাওবা' শব্দটি (তাওবা কবুল করা অর্থে)

আল্লাহ তায়ালার শানেও ব্যবহার হয়। যেমন, বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহ তায়ালা তার দিকে ধাবিত হন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করেন।

পালিয়ে যাওয়া গোলাম যখন তার মালিকের নিকট ফিরে আসে, মালিক মায়া ও ভালোবাসা নিয়ে তার দিকে তাকায়। তার প্রতি দয়াবান ও স্নেহশীল হয়।

আল্লাহ তায়ালার তাওবা কবুল করার অর্থ হল, নাফরমানি করার কারণে বান্দা আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবার সে যখন খাঁটি মনে তাওবা করেছে, ফিরে এসেছে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে ব্যাকুল হয়ে কাকুতি-মিনতি করছে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। এটাই তাওবা।

নবীজি প্রতিদিন সত্তরের অধিকবার ইসতিগফার করতেন

প্রথম হাদিসে হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম, আমি একদিনে সত্তরের অধিকবার আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইসতিগফার করি।[১] করি।[১]

হাদিসটি বুখারি শরিফে আছে।

দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম, নিষ্পাপ। আল্লাহ তায়ালা নিজ তত্ত্বাবধানে নবীজিকে সবধরনের গুনাহ থেকে হেফাজত করেছেন। এরপরও তিনি সত্তরের অধিকবার তাওবা করেন!

সত্তরের অধিক কতবার? তার কোনো সংখ্যা উল্লেখ নেই, সীমা উল্লেখ নেই! সত্তরের অধিকবার আল্লাহর নিকট তাওবা করেছেন। ইসতিগফার করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, ইসতিগফারের অর্থ গুনাহ মাফ চাওয়া। গুনাহের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। আর তাওবার অর্থ গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। তা হলে যিনি মাসুম, নিষ্পাপ, যার কোনো গুনাহ নেই, পাপ নেই, তার তাওবা করার অর্থ কী? তার ইসতিগফার করার মর্ম কী?

[১] সহীহ বুখারি : ৫৮৩২

ওলামায়ে কেরাম লেখেন, তাওবা-ইসতিগফার এক স্বতন্ত্র ইবাদত। আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা আমার নিকট মাগফিরাত কামনা কর। আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার নিকট ফিরে এসো। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আল্লাহর নিকট ফিরে আস।[১]

এজন্য তাওবা-ইসতিগফার নিজেই এক স্বতন্ত্র ইবাদত। কোনো বান্দা যখন তাওবা করে, ইসতিগফার করে, তার আমলনামায় গুনাহ থাকলে মাফ হয়ে যায়। আর গুনাহ না থাকলে তার দারাজাত বুলন্দ হয়। মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ যে তাওবা করতেন, ইসতিগফার করতেন, তা হাকিকি গুনাহের মাগফিরাতের জন্য না। তিনি গুনাহ করেছেন, সেই গুনাহ মার্জনার জন্য তাওবা করছেন, ইসতিগফার করছেন- আদৌ তা নয়। বরং আল্লাহর হুকুম- তাওবা কর, ইসতিগফার কর- এই হুকুমের উপর আমল করার জন্য তিনি তাওবা করতেন, ইসতিগফার করতেন। তা ছাড়া উম্মতকে তালিম দেওয়া এবং মহান প্রভুর রেজা ও সন্তুষ্টি হাসিলও উদ্দেশ্য ছিল।

সান্নিধ্যের প্রভাব

হজরত আগার মুজানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»

আমার কলবের উপরও কখনো কখনো আবরণ পড়ে। আমি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করি, দিনে একশত বার।

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ।[২]

এই 'আবরণ' কী জিনিস?

তিনি সারাদিন বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন। মেলামেশা করতেন।

[১] সুরা তাহরিম : ৮

[২] আবু দাউদ শরিফ : ১২৯৪

তাদের মধ্যে ভালো মানুষও থাকত, মন্দ মানুষও থাকত। তার নিকট মুনাফিকরাও আসত, মুশরিকরাও আসত। তার পাশে নেককাররাও বসত, বদকাররাও বসত।

আর সান্নিধ্য ও মেলামেশার একটা প্রভাব রয়েছে। যে ধরনের মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা হয়, চলাফেরা হয়, মনের অবস্থাও সেইরকম হয়।

সারকথা হল, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার কারণে অন্তরে প্রভাব পড়ে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কলব যেহেতু অত্যধিক স্বচ্ছ ছিল, এজন্য যখনই কোনো মানুষ নবীজির নিকট আসত, মিশত, কথা বলত, নবীজির অন্তরে তার প্রভাব পড়ত। ফলে নবীজি অস্বস্তিবোধ করতেন। আর তাওবা-ইসতিগফার করার দ্বারা অন্তরের সেই আবরণ কেটে যেত। অস্বস্তিবোধ দূর হয়ে যেত।

মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আমল

তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে শুনেছি, তিনি যখন মেওয়াতে জামাত নিয়ে যেতেন, সেখান থেকে ফেরার পর নিজামুদ্দীনের মসজিদে তিনদিন নফল ইতেকাফ করতেন।

তিনি জামাত নিয়ে গিয়েছিলেন! দীনের কাজে গিয়েছিলেন! মানুষকে ইসলাহ করার জন্য গিয়েছিলেন! তিনি তো দুনিয়াবি কোনো কাজ নিয়ে যাননি! তা হলে সেখান থেকে ফিরে এসে কেন তিনদিন নফল ইতেকাফ করতেন?

বিষয় হল, তাবলিগের কাজে যাওয়ার পর যেসব মানুষের সঙ্গে তার ওঠাবসা হতো, কথাবার্তা হতো, খাওয়াদাওয়া হতো, তাদের মাকাম হজরতের মতো ছিল না। এজন্য তার অন্তরে এর আছর পড়ত। এই আছর পরিষ্কার করার জন্য, কলব পরিশুদ্ধ করার জন্য মারকাজে এসে তিনদিনের ইতেকাফ করতেন।

দেখুন, আমরা সবাই গুনাহের কাজে লিপ্ত। দিনরাত সবসময় দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত। বেহুদা ও বেফায়দা গল্পগুজবে মত্ত। আমাদের সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনা দুনিয়া নিয়ে। আমাদের অন্তরে দুনিয়া কঠিনভাবে ঢুকে গেছে! এই অবস্থায় আমাদের জন্য তাওবা-ইসতিগফার করা কী পরিমাণ জরুরি, তা কি কখনো ভেবে দেখেছি!

হাদিসে কুদসি কী?

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى...

হজরত আবুযার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা থেকে ইরশাদ করেন...

এটি হাদিসে কুদসি অর্থাৎ, এর শব্দমালা রাসুলের আর কথা বা নির্দেশনাটুকু সরাসরি আল্লাহর; রাসুল নিজের ভাষায় নিজস্ব শব্দে তা উম্মতের কাছে পেশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালার যে বাণী আছে, সেগুলোর বিষয়ও আল্লাহর, শব্দমালাও আল্লাহর। একে ওহীয়ে মাতলু[১] বলা হয়। আর আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর যে বাণী ও কথা নবীজি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সেগুলোকে হাদিসে কুদসি বলা হয়। এগুলো ওহীয়ে গায়রে মাতলু। এটা হাদিসে কুদসি।

أَنَّهُ قَالَ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,[২]

يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي

হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার যাত ও সত্তার জন্য জুলুম হারাম করে নিয়েছি। অর্থাৎ আমি কারো উপর জুলুম করি না।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

আপনার রব বান্দার উপর জুলুমকারী নন।[৩]

জুলুম কী?

জুলুম কী? জুলুম কাকে বলে?

জুলুমের মানে হল, এক ব্যক্তি অপরাধ করেনি; তারপরও তাকে শাস্তি দেওয়া। কিংবা এক ব্যক্তি ভালো কাজ করেছে, নেককাজ করেছে, কিন্তু তারপরও তাকে সাওয়াব না দেওয়া। এটা জুলুম।

---

[১] মাতলু(مَتْلُوٌّ) মানে যা তেলাওয়াত করা হয়। কুরআন মাজীদ ওহিয়ে মাতলু, অর্থাৎ তেলাওয়াতকৃত বা তেলাওয়াতযোগ্য ওহি। হাদিসে কুদসি বা সাধারণ হাদিস যেহেতু তেলাওয়াত করা হয় না তাই সেগুলো ওহিয়ে মাতলু নয়, গাইরে মাতলু(غَيْرُ مَتْلُوٍّ) বা অপঠিত ওহি। মনে রাখতে হবে, শুধু হাদিসে কুদসি-ই ওহিয়ে গাইরে মাতলু নয়, বরং উলামায়ে কেরামের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত সকল হাদীসই ওহিয়ে গাইরে মাতলু-র অন্তর্ভূক্ত।

[২] সহীহ মুসলিম : ৪৬৭৪

[৩] সুরা ফুসসিলাত : ৪৬